দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ .....

শাহবাগে শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের কাঁদানে গ্যাস

এক শিক্ষার্থীর দুই চোখ ক্ষতিগ্রস্ত, আহত ১৫

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছ থেকে পরীক্ষার রুটিন ঘোষণার দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন বিশ্ববিদ্যালয়টির অধিভুক্ত ঢাকার সাতটি কলেজের শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, পুলিশের লাঠি পেটায় তাদের ১৪-১৫ জন আহত হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সরকারি তিতুমীর কলেজের সাব্বির হোসাইন জানান, আহতদের মধ্যে সিদ্দিকুর রহমানের অবস্থা গুরুতর। তার চোখে আঘাত লেগেছে, সে এখন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সিদ্দিকুরকে ঢাকা মেডিক্যালে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে নেওয়ার পরামর্শ দেন। সিদ্দিকুরকে সেখানে ভর্তি করা হয়েছে। সিদ্দিকুর তিতুমীর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে সিদ্দিকুরের সাথে অবস্থান করা তার সহপাঠি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সিদ্দিকুরের দুটি চোখই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে এখন কোনো চোখেই দেখতে পারছে না। ডাক্তার এসে দেখে গেছে। ডাক্তারও বলছেন সিদ্দিকুরের চোখে আলো নেই। আগামীকাল শনিবার অস্ত্রোপচার করবেন বলে জানিয়ে গেছেন।

এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

শাহবাগে শিক্ষার্থীদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুখে কলেজের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার তারিখ অধিভুক্ত কলেজগুলোর নোটিস বোর্ডে টানানো হয়েছে বলে জানায় শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে ছিল- অধিভুক্ত কলেজগুলো নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ, সম্মান দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভাইভা/ব্যবহারিক পরীক্ষা শিগগিরই শেষ করে দ্রুত ফল প্রকাশ, সম্মান তৃতীয় বর্ষ ও মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নেওয়া, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স শেষ পর্বের ভর্তি কার্যক্রম শেষ করা, ডিগ্রির আটকে থাকা সব বর্ষের পরীক্ষা দ্রুত শেষ করা, অধিভুক্ত কলেজগুলোর তথ্য সংবলিত একটি ওয়েবসাইট তৈরি, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সেশনজট নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

এর আগে সকাল সকাল ১০টার দিকে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনের রাস্তায় অবস্থান নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজসহ ৭ কলেজের শিক্ষার্থীরা। বেলা ১১টা ২০ মিনিটের দিকে পুলিশ শিক্ষার্থীদের সেখান থেকে সরে যেতে বলে। এ সময় শিক্ষার্থীদের একটি অংশ শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের ফুট ওভারব্রিজের কাছে চলে যায়। তখন পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এতে শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে শাহবাগের আশপাশের এলাকায় আশ্রয় নেয়। এদিকে পুলিশ বলছে, শাহবাগ মোড় বন্ধ করে শিক্ষার্থীরা যাতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং কয়েকজনকে আটকও করা হয়। শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান বলেন, শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন করতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা মানববন্ধন শেষ করে যাওয়ার সময় কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং কয়েকজনকে আটক করে। আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী বলেন, অধিভুক্ত হওয়ার পর থেকে আমরা অস্তিত্বহীনতায় ভুগছি। আমাদের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে কোনো তথ্য নেই। আগে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য পেতাম।

আন্দোলনের মুখে অধিভুক্ত কলেজগুলোর পরীক্ষার তারিখ লিখিতভাবে ঘোষণা করলেও পূর্ণাঙ্গ রুটিন প্রকাশ করেনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহালুল হক চৌধুরী বলেন, পূর্ণাঙ্গ রুটিন প্রকাশ করতে সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। কোনো কলেজে, কখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তা এখনও ঠিক করা হয়নি। আর ফল প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের উপস্থিতিতে কলেজ অধ্যক্ষদের সভায় এসব কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ ঠিক করা হয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদেরকে মৌখিকভাবে জানালেও লিখিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। ঘোষিত পরীক্ষার তারিখগুলো হল মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, অনার্স তৃতীয় বর্ষের ১৬ অক্টোবর, ডিগ্রি প্রথম ও তৃতীয় বর্ষের ৪ নভেম্বর।